জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক।
নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।
রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতল

৪২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৭ই আষাঢ় বুধবার ১৩৬২ ইংরাজী 22nd June. 1955 | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

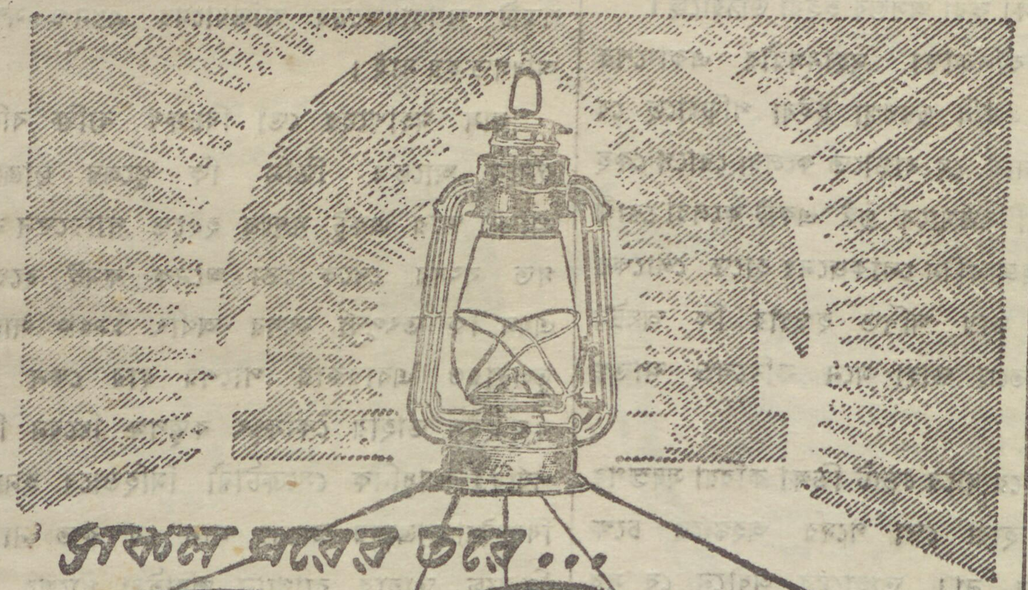

নূতন বীমার কাজে

বিপুল সাফল্য

১৯৫৪ সালে

৩০ কোটি টাকার উপর

জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই **হিন্দুস্থানের** প্রতিষ্ঠা এবং গত ৪৮ বৎসর ধরিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহা নূতন গৌরব অর্জন করিয়াছে এবং দেশ ও দশের সেবায় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে ত্রিবিধ নিরাপত্তার ভিত্তি:

★ সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিচালনা ;
★ জনসাধারণের অবিচলিত আস্থা ;
★ লগ্নী ব্যাপারের নিরাপত্তা

বোনাস { আজীবন বীমায় ১৭৷৷০
মেয়াদী বীমায় ১৫৲

প্রতি বৎসর প্রতি হাজার টাকার বীমায়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্

৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৬২ সাল।

পরের হাতে বাঁচন মরণ নাম তার স্বায়ত্তশাসন

—০—

ইংরাজের শাসনাধীনে থাকিয়াও ভারতবাসী কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটী, জেলাবোর্ড, লোকাল-বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্য-গণের নির্ব্বাচন করিবার অধিকার পাইয়াছিল। এই সব সদস্য আবার তাঁহাদের মধ্যে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার সুব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা লাভ করেন। দেশবাসীরা পরাধীন হইয়াও এই যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল এরই নাম স্বায়ত্তশাসন। এই সব স্বায়ত্ত-শাসনের সদস্য বা মেম্বরগণ বিনা বেতনে দেশের কার্য্য চালাইতেন বলিয়া সরকারের দরবারে সম্মানিত হইতেন। যাঁহারা কৃতিত্বের সহিত এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইতেন সরকার তাঁহাদের যোগ্যতা অনুসারে রায় বাহাদুর, রায় সাহেব প্রভৃতি সম্মানের উপাধি তাঁহাদের নামের সহিত ব্যবহার করিবার অধিকারও দিয়া গৌরবান্বিত করিতেন। এই সব সম্মান লাভের লালসায় লোক দলে দলে বাহ্যতঃ স্বার্থত্যাগ করিয়া দেশের কাজের জন্য অগ্রসর হইতেন। যাঁহাদের নামে ভোট অধিক হইত তাঁহারাই সভ্য বা মেম্বর হইতেন। অনেকে সত্যসত্যই প্রাণ পণ করিয়া এই সব অবৈতনিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে একটুও ত্রুটি করিতেন না।

কালে এমন সব ভোগী বিলাসী আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিরা এই সব প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র সম্মানলাভের জন্যই ভোট সংগ্রহ করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিলেন। আবার কেহ কেহ অনাহারী পদে থাকিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি দিয়া দশের অর্থ উদরসাৎ করিয়া বেশ অবস্থাপন্ন হইবার সুযোগও ছাড়িতেন না। সাধা-সম্পাদিত, মুভাট লইবার সময় যে সব ত্যাগের ফিরিস্তি দিয়া আত্মপ্রচার করিতেন কাজের বেলায় তাহার কিছুই করিতেন না। এই স্বায়ত্তশাসনের পদাধিকার করিয়াই লোকে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। কাজের বেলায় কিছুই করিতেন না। এখন দেশ স্বাধীন হইয়াছে। পরায়ত্তে স্বায়ত্তশাসন এখন নিজের আয়ত্তে আসিয়াছে। ইংরাজের আমলে ভয়ে ভয়ে ষোল আনা ফাঁকি চলিত না। এখন সদস্যগণ পদ পাইয়া তাহার মর্য্যাদা একটুও রাখিবার চেষ্টা করেন না।

এই সব প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সমাপন করিবার জন্য যে সব উচ্চ বেতনভোগী পূর্ত্তকার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাহাল হন, তাঁহারাই যাহা করেন তাহা পরিদর্শন করিবার কেহ নাই দেখিয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশঃ গোলামের হাতেই পড়িয়াছে। মোটা মাহিনার নোকররা অল্প মাহিনার নোকরদের উপর প্রভুত্ব করে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের হাতে দেশবাসীর বাঁচন মরণ নির্ভর করে। দেশের লোকের প্রধান সম্পদ স্বাস্থ্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতা মহানগরীর একাংশের পানীয় জলের এমনি দুরবস্থা হইয়া পড়িয়াছে যে এমন বাড়ী নাই যে বাড়ীতে কলেরা রোগে কেহ মরে নাই বা বর্ত্তমানে দুই একটি কলেরা রোগী নাই। দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকজনের হাতে লোকের জীবন-মরণের ভার অর্পিত হওয়ায় কি অঘটন সংঘটিত হইতেছে তাহা মনে করিলেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

যাহারা দ্বারে দ্বারে ভোট ভিক্ষা করিয়া সদস্যপদ পাইয়াছে তাহারা তো পদের অহঙ্কারে চক্ষে দেখিতে পায় না। তাহাদের অধীনে যে সব ছুঁচোর গোলাম চামচিকা সাহেব সাজিয়া ঘোরা-ফেরা করে তাহারা কর্ত্তব্য না করিয়া পরোক্ষে কত নরনারী-শিশু হত্যা করিল তাহার প্রতিকার কে করিবে? হতভাগ্য অধিবাসীরা রীতিমত কর দিয়াও সপরিবারে ইহাদের হাতে নিধন হইতেছে।

ইহার প্রতিকার কেবল পরায়ত্তে জীবন না দিয়া অন্ততঃ বাঁচিয়া থাকার প্রধান উপকরণ পানীয় জল টিউবওয়েল হইতে নিজের চক্ষে দেখিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। চাকরের হাতেও বাঁচিয়া থাকার ভার দিয়া যেন পরায়ত্তে স্বাধীনতা ভোগ না করেন। মহানগরী কলিকাতা কর্পোরেশনে যদি পানীয় জলের এই ব্যবস্থা হয় তবে মফঃস্বলের দশা কি হইতে পারে তাহা সহজে অনুমেয়। সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্র লোকে যেন নিজের হাতে অন্ততঃ খাদ্যবস্তুর ভার গ্রহণ করেন। নচেৎ পরমুখাপেক্ষী হইয়া পাইকারী দরে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল (Fall ?)

—০—

টালিগঞ্জেরই নাকতলার জনৈক উদ্বাস্তু বালক সুভাষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবার পশ্চিমবঙ্গের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। উদ্বাস্তু বলিতেই যাহাদের নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠে তাঁহাদের কাছে সংবাদটি কেমন লাগিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে একথা ঠিক যে, উদ্বাস্তু শব্দটি অপরাধতত্ত্বের অভিধানের এখনও সম্পূর্ণ অধিগত হয় নাই।

দাস মহাশয়ের তো বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়া সুনাম আছে। তিনি কি স্কুলের ছাত্রদের প্রতি আর একটু সহৃদয় হইতে পারিতেন না? গত বৎসর থেকে তো অনেক কমই হয়েছে, এমন কি তৎপূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালের তুলনায়ও এবারকার পাশের হার কেন এত কম হইল তাহার কৈফিয়ৎ কর্ত্তৃপক্ষ দিবেন কি? পর্ষদের আধুনিক সেক্রেটারী মিহিভাবে ইনাইয়া বিনাইয়া ছাত্রদের জ্ঞানের মান যে কত নামিয়া গিয়াছে তাহার ব্যাখ্যান শুনাইয়া পাশের হার কমানর সাফাই গাহেন। ইতিপূর্ব্বে পরীক্ষায় প্রশ্ন বিভ্রাটে নাম কিনিয়া যিনি ডেপুটিগিরি হইতে প্রমোশন পাইয়া অস্থায়ী সেক্রেটারীর পদে স্থায়ী হইয়া বহাল হইয়াছেন, তাঁহার মুখে স্কুল ফাইনালী ছাত্রছাত্রীদের অযোগ্যতার আর পাঠ বিভ্রাটের ব্যাখ্যা স্বাভাবিক হইতে পারে। কিন্তু স্কুল ফাইনালে ছাত্রছাত্রীদের এত অধিক হারে ফেল হওয়ার অকৃতিত্বটা যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে না, এ কথাটা বিচক্ষণ এডমিনে-ষ্ট্রেটার মহোদয় কি বুঝিতে পারেন না? আজকাল

জীবন সংগ্রামে প্রবেশের মুখে জীবিকা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাই সর্ব্বনিম্ন মানে পরিণত হইয়াছে। সেই দিক হইতে এবার দুই এক বিষয়ে সামান্য কয়েক নম্বরের জন্য ফেল করিয়া কত ছেলে-মেয়ের শিক্ষাজীবন যে ব্যর্থ হইল তাহা কে বলিবে? অথচ পর্ষদ কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের মানাবনতির সব দায়িত্বটা স্কুল ও পর্ষদের স্কন্ধ হইতে উঠাইয়া লইয়া মাত্র সুকুমারমতি পরীক্ষার্থীদের ঘাড়েই চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিতেছেন। যাইবার আগে দাস মহাশয় অন্ততঃ এই কথাটা উপলব্ধি করিয়া বিপুল সংখ্যক অনুত্তীর্ণদের জন্য স্কুল ফাইনালে কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গেলে তাঁহার সুনাম আরও বৃদ্ধি পাইবে বই কমিবে না, এ কথাটা তিনি উপলব্ধি করিবেন কি?

আমাদের মহকুমার কোন কোন স্কুলের ফল পর্ষদের পাশের হারের তালে তাল রাখিতে পারে নাই। বাজার দর প্রায় আধাআধি কিন্তু কোন কোন বিদ্যালয়ের তিন ভাগের এক ভাগ! আবার কোন কোন স্কুলে সিকি অংশ। এমনও স্কুল আবার পঞ্চমাংশ রাখিতে হিমশিম খাইয়াছে। AIDED (এডেড) ইস্কুল A DEAD (এ ডেড) ইস্কুল না হলে, ভাগ্য বলিতে হইবে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও বাঙ্গলা ভাষা

—•—

প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবর্ষ পূর্ত্তি উৎসবে সভাপতিত্ব করিবার জন্য কলেজের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র, ভারতের স্বাধীনতা লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গত বুধবারে মধ্যাহ্নকালে হাওড়া ষ্টেশনে উপনীত হইলে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ রাজপুরুষ ও প্রধান প্রধান অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাকে দেশের সম্রাটের উপযুক্ত সম্মানের সহিত সম্বর্দ্ধনা করেন।

ঐদিন বৈকালে উৎসবক্ষেত্রে এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অন্য একজন বর্ষীয়ান ছাত্র ইংরাজীতে ভাষণ দিলেও প্রাক্তন কৃতী ছাত্র বিহার প্রদেশের অধিবাসী রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার ভাষণ দিবার সময় বাংলা ভাষায় সুরু করেন—"আমি যা অল্প-স্বল্প দেশের সেবা করেছি সে সেবার শিক্ষা আমি এখানে পেয়েছি। তা এখানকার আচার্য্য শিক্ষকদের কাছে শিখেছি। বাঙ্গলার রাজধানী কলিকাতার বুকের উপর ইংরাজী মহাবিদ্যালয়ের উৎসবের ভাষণে বিহারের অধিবাসী রাষ্ট্রপতি বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বঙ্গভাষার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বিহারে বাঙ্গলা ভাষাভাষীদের উপর যে নির্য্যাতন হইয়াছিল তাহা না ভুলিলেও যেন সেই মর্ম্ম-ক্ষতের উপর একটু স্নিগ্ধীকরণ মলম প্রযুক্ত হইল বলিয়া অনুভব করিতেছি। আমরা বাঙ্গলা ভাষায় রাষ্ট্রপতিকে ভাষণ দিতে শুনিয়া তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। সমস্ত বিহারীগণের এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে আনন্দিত হইব।

পত্র প্রেরকের প্রতি

শ্রীমণ্ডল মহাশয়,

আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন। পত্রখানি প্রকাশিত হইলে আপনার অধ্যয়নরত পুত্রের পক্ষে হয়তো একটু মন্দ হইতে পারে ভাবিয়া অদ্য তাহা প্রকাশ করিতে বিরত থাকিলাম। যদি বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক কোন পুস্তক প্রকাশ করেন এবং তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন আর সেই পুস্তক শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ছাত্রগণের পাঠ্যরূপে মনোনীত না হয় তবে শিক্ষক মহাশয় যে হতাশ না হইয়া নিজের নিকট অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থ লাভের চেষ্টা করেন। তাহা প্রশংসিত না হইলেও অভাবী ব্যক্তির পক্ষে সময় সময় অপরিহার্য্য পন্থা বলিয়া মনে হয়। শিক্ষক মহাশয় প্রধান শিক্ষক না হইলেও বাৎসরিক পরীক্ষার সময় হয়তো আপনার পুত্রের পরীক্ষক নিযুক্ত হইবার সুযোগ পাইতে পারেন। যে ছাত্র বা অভিভাবক তাঁহার এই হীন প্রচেষ্টায় বাধা দিবেন, তিনি তাঁহাদের উপর ক্ষুব্ধ হইয়া অনিষ্টসাধন করিতে পারেন।

আপনি সংবাদপত্রে ঢাক না পিটাইয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলে প্রতিকার পাইবেন মনে হয়।

জং সং

শ্রীমতী মঞ্জুলা মজুমদার

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বালিকাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার

শ্রীমতী মঞ্জুলা মজুমদার এই বৎসর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বালিকাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

শ্রীমতী মঞ্জুলার পিতা শ্রীঅমলকান্তি মজুমদার বার্ড এণ্ড কোং-এ কাজ করেন। নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত মাঝের গ্রামে শ্রীমতী মঞ্জুলার জন্ম হয়। সে বেলতলা গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী। গত বৎসরের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় শ্রীমান্ চঞ্চল মজুমদার নামে যে ছাত্রটি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল সে শ্রীমতী মঞ্জুলারই জ্যেঠতুতো দাদা।

এবার সাত হাজারের কিছু বেশী ছাত্রী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেয়। শ্রীমতী মজুমদার তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমেরিকায় সম্মানিতা জননী

রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা

প্রতি বৎসর আমেরিকায় একজন জননী সর্ব-সম্মানিতা বলিয়া গণ্যা হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ৪৮টি রাজ্য হইতে এক একজন করিয়া জননীর নাম পাঠান হয়। এই ৪৮ জনের মধ্যে একজনকে সকল দিক বিবেচনা করিয়া শ্রেষ্ঠা বলিয়া স্থির করা হয়।

১৯৫৫ সালের দরুণ শ্রেষ্ঠা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে মিসেস ফুগাল নাম্নী এক মহিলাকে। তাঁহার পূর্ণ নাম মিসেস লাভিনা ক্রিষ্টেনসন ফুগাল। রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার তাঁহাকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ করিয়া সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছেন।

মিসেস ফুগালের বয়স ৭৫ বৎসর। তাঁহার ৮টি পুত্র-কন্যা জীবিত। সকলেই গ্রাজুয়েট। নাতি-নাতনীর সংখ্যা ৩৪।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কালকাতা—

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেন্ট:—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে
মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মেঘদূত উৎসব

গত ১লা আষাঢ় অপরাহ্ণে জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরীর সভ্যগণের উদ্যোগে পাঠাগার প্রাঙ্গণে শান্ত ও সুন্দর পরিবেশের মধ্যে কবি কালিদাসের মেঘদূত উৎসব একটী মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীকালীপদ ঘোষ মহাশয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। উৎসবের প্রারম্ভে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের তিরোধান তিথি উপলক্ষে এই দুই মহান্ নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। পরে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বড়াল মহাশয় মেঘদূত উৎসবের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন। অনুষ্ঠানটী বর্ষাসঙ্গীত, নৃত্য আবৃত্তি ও যন্ত্রসঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। সঙ্গীতাংশে অংশ গ্রহণ করেন দ্বীপেন মজুমদার চিন্ময় দত্ত সুজিত রায় বিমল রায় হেনা রায় শীলা চট্টোপাধ্যায় প্রতিমা রায় যুথিকা চক্রবর্ত্তী। আবৃত্তি করেন বিশ্বনাথ দাস অনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়। নৃত্যরূপ দান করে শিপ্রা ভট্টাচার্য্য ও নীতিকা ভট্টাচার্য্য। সেতার ও বাঁশী সংলাপ করেন সুধেন্দুশেখর নাথ ও শ্যামসুন্দর দাস। সভাপতি মহাশয়ের সুন্দর ও সুচিন্তিত ভাষণ সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানটিতে প্রচুর জনসমাগম হয় বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চল হইতে অনেকে এই উৎসবে যোগদান করেন।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

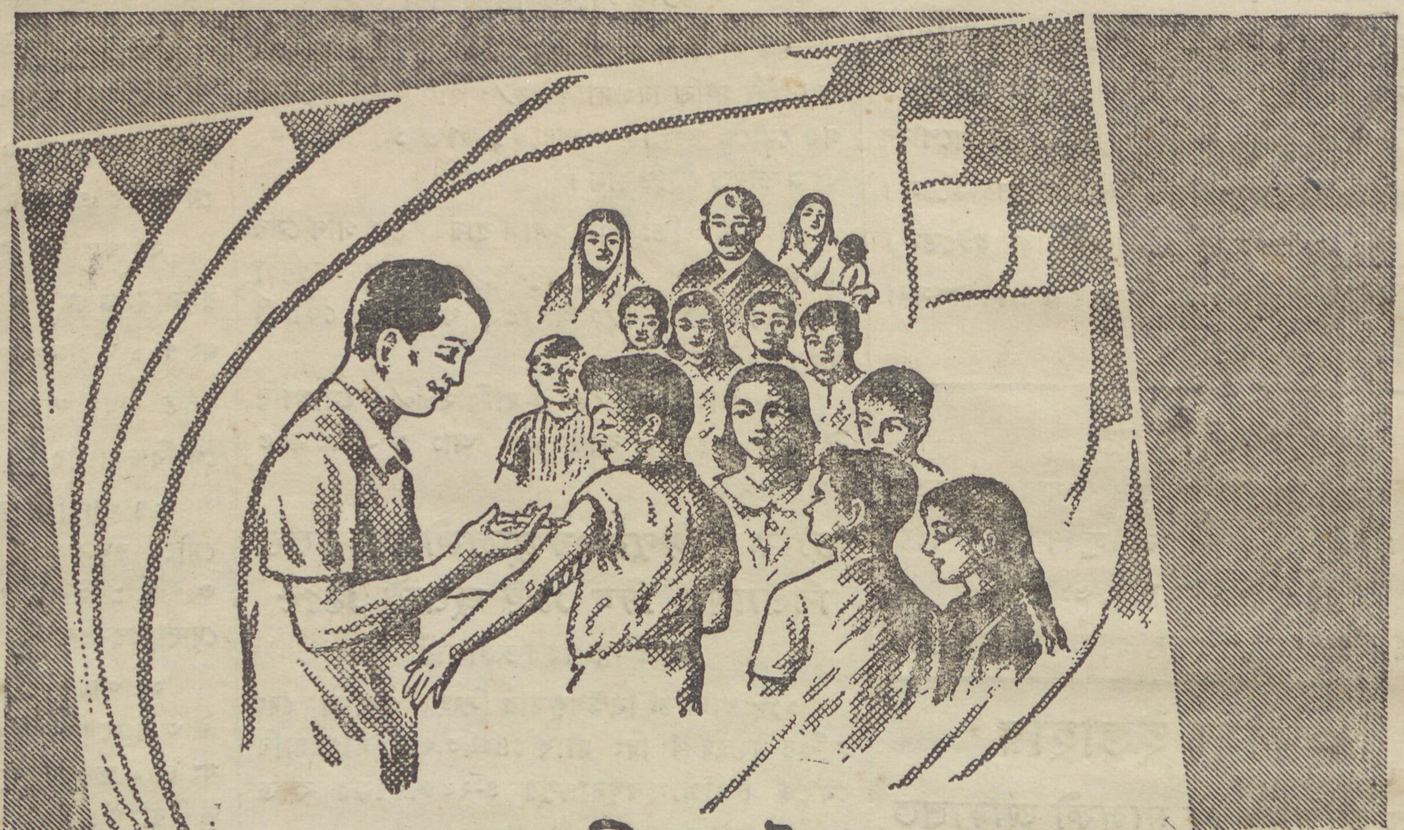

রোগ-নিবারণই স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ পথ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ আর ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে, ১৯৪৭ সালে বঙ্গ-বিভাগের পর পশ্চিম বাংলার সমাজ জীবনে যে ঘোরতর সমস্যা দেখা দেয় বলতে গেলে সে সমস্যা ছিল জীবন মরণের সমস্যা। পশ্চিম বাংলায় অতি ঘন বসতির ফলে-তার জনস্বাস্থ্যের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। নব-জাতকদের লালন পালন সেই সঙ্গে মুমূর্ষুদের রক্ষা সে সময়ে এ'দুটি প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেয়। পশ্চিম বাংলা সরকার গোড়াতেই স্থির করে নিলেন যে রোগের প্রতিরোধই জনস্বাস্থ্যের উন্নতির পথে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজনীয় কর্তব্য। রোগ নিবারণের দুটি দিক আছে। একটি হ'ল সুস্থদের সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা করা—আরেকটি হ'ল রোগাক্রান্তদের সংস্পর্শ থেকে বীজাণু সংক্রামণ যাতে বিস্তার লাভ না করে তার চেষ্টা করা। এ দুটি ক্ষেত্রেই একই সঙ্গে ও সমান উৎসাহে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অভিযান শুরু করলেন। পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপক ব্যবস্থা থেকে জনসাধারণের জন্য প্রতিরোধক টীকার আয়োজন করা এবং ঔষধালয় থেকে স্বাস্থ্য-কেন্দ্র স্থাপন করা এ সবই রোগ নিবারণ বিধির মধ্যেই পড়ে আর সে সব নানা প্রয়োজনীয় উপায়েরই সুষ্ঠ ব্যবস্থা করে পশ্চিমবঙ্গ আজ সত্যিই সুফল লাভ করেছে। সরকারের বিশেষ চেষ্টার ফলে জনগণ আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে এই জনহিতকর কার্যে সহায়তা করতে নানাভাবে এগিয়ে এসেছেন। জনস্বাস্থ্য উন্নতির কাজের কিন্তু শেষ নেই। প্রতিদিনই আরও কিছু করবার থেকেই যায়।

২০০,০০০ লোকের প্রাণ রক্ষা হয়েছে

জনস্বাস্থ্যের জন্য ১৯৫৪-৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের লোক পিছু ২৷৷৵০ ব্যয় ভারতের মধ্যে সর্বাধিক

একটি প্রাণরক্ষা হওয়া মানেই আর একজন কর্মী পাওয়া—

আর তাতে ক'রেই গড়ে উঠবে সোনার বাংলা

8G-HB2AD

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

পরলোক গমন

গত ৬ই আষাঢ় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসীতলার ব্যোমকেশ প্রামাণিক মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। তিনি বিধবা ভ্রাতৃবধূর ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদের ভরণপোষণ ও বিবাহকার্য্যে স্বোপার্জ্জিত অর্থাদি ব্যয় করেন। তাঁহার মধুর নম্র ব্যবহারে প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট হইতেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

জমি বিক্রয়

সিদ্ধিকালী মৌজায় অবস্থিত আমার ৪৮ শতক জমি বিক্রয় করিতে চাই। ক্রয়েচ্ছুগণ লিখুন অথবা অনুসন্ধান করুন। দাগ নং ৫৩২১, ৬১১, ৬২০

শ্রীপূর্ণচন্দ্র সাহা, শিক্ষক, রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত নিলামের দিন ১১ই জুলাই ১৯৫৫

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৭২১ খাং ডিঃ মনোহর দাস মহান্ত দেং আতারুদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ৩৩/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খরকাটী ১৬ শতকের কাত ১৮১০ আঃ ১৫, খং ১০৫

৭২২ খাং ডিঃ ঐ দেং জাফর মণ্ডল দিং দাবি ৩৪৮/০ থানা ঐ মৌজে ভাবকী ১-১৭ শতকের কাত ২৶৬ আঃ ৭৫, খং ১৭৮

৭২৩ খাং ডিঃ ঐ দেং তপশীল সেখ দিং দাবি ৩৮॥/৬ মৌজাদি ঐ ২-৫৯ শতকের কাত ৩৷৮ আঃ ১৫০, খং ৪০৬ অধীনস্থ খং ৪০৭ হইতে ৪১৪

৪৯০ খাং ডিঃ বিবি আমাতুস সুফিয়া দিং দেং মেহের আলি সেখ দিং দাবি ২৮॥৵৬ থানা সুতী মৌজে ফতেউল্যাপুর ৮৫ শতকের কাত ২৷১৩॥ নিজাংশে ॥/১৫ আঃ ১৫, খং ৩৯

৫১ মনি ডিঃ মহামদ্দিন মণ্ডল দিং দেং সাজেদ সেখ দাবি ৯৩৮/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গিরিয়া ১৪-৫৫ শতকের কাত ৫৫৮৵৮ মধ্যে ২৭ শতক মধ্যে দেন্দারের নিজাংশে ৬৮ শতক পড়তামত জমা ।০ আঃ ৫০, খং ১৬২ রায়ত স্থিতিবান। ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৫॥৩॥ বিঘার কাত ৭৮৵৯ মধ্যে ১৷৩ বিঘার কাত ১৮০ বাদে ৪৷০॥০ বিঘার কাত ৬৵৯ মধ্যে দেন্দারের নিজাংশে ১৮৩৶০ জমা হারাহারি ২॥/৪ জমিদারের খাস খং ৩ ভুক্ত আঃ ৬০, রায়ত স্থিতিবান।

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

৭৬ খাং ডিঃ সেবাইত মণিমোহন চৌধুরী দেং লোহারী মাঝি দিং দাবি ১৪/৭ পাই থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তালাই ৬ শতকের কাত ১, আঃ ৫, খং ৯ রায়ত স্থিতিবান।

১৩৯ খাং ডিঃ কানাইলাল রায় দেং গণি সেখ দিং দাবি ১৩॥৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরী ২৪ শতকের কাত ॥/৩ আঃ ৫, খং ২৪৫ কোর্ফা স্বত্ব।

১৪০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২০৷৵০ মৌজাদি ঐ ৫৬ শতকের কাত ৩॥০ আঃ ১০, খং ২৪৫ কোর্ফা স্বত্ব।

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত নিলামের দিন ১৮ই জুলাই ১৯৫৫

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

১১৮ খাং ডিঃ নির্ম্মলকুমার সিংহ নওলাক্ষা দেং ফকির মহম্মদ খাঁ দিং দাবি ১৪৫৮৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে চণ্ডীগ্রাম রঘুনাথপুর ৪-২৫ শতকের কাত ২৫৮৵৮ আঃ ৫০, খং ৬৪১

১২৯ খাং ডিঃ ঐ দেং বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় দিং দাবি ৯২ ৶৬ পাই মৌজাদি ঐ ১০-১৯ শতকের কাত ৪২৷৶৬ আঃ ২৫, খং ৬১০

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত নিলামের দিন ৮ই আগষ্ট ১৯৫৫

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

১৫ খাং ডিঃ গোবিন্দদাস নাথ দেং রাধাবল্লভ নাথ দিং দাবি ১৭৻৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ব্যাসবাগিচা ৪ শতকের কাত ষোল আনায় ২৮০ আঃ ১৫, খং ৪০৬ তদুপরিস্থিত পোক্তা বাড়ীসহ দেন্দারের এক-তৃতীয়াংশ।

১৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৫॥৵০ মৌজাদি ঐ ব্যাসবাগিচা ৪ শতকের কাত ষোল আনায় ২৮০ আঃ ১৫, খং ৪০৬ তদুপরিস্থিত পোক্তা বাড়ীসহ দেন্দারের এক-তৃতীয়াংশ।

১৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৭৷৩ মৌজাদি ঐ ব্যাসবাগিচা ২ শতকের কাত ষোল আনায় ২৵০ আঃ ১৫, খং ৪১২ তদুপরিস্থিত পোক্তা বাড়ীসহ দেন্দারের এক-তৃতীয়াংশ।

১৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৫৵০ মৌজাদি ঐ ব্যাসবাগিচা ২ শতকের কাত ষোল আনায় ২৵০ আঃ ১৫, খং ৪১২ তদুপরিস্থিত পোক্তা বাড়ী দেন্দারের এক-তৃতীয়াংশ।

১৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৬৵৬ মৌজাদি ঐ ব্যাসবাগিচা ৩ শতকের কাত ষোল আনায় ২৶০ আঃ ১৫, খং ৪০৯

২০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৪৮৩ মৌজাদি ঐ ব্যাসবাগিচা ৩ শতকের কাত ষোল আনায় ২৶০ আঃ ১৫, খং ৪০৯ তদুপরিস্থিত পোক্তা বাড়ীসহ দেন্দারের এক-তৃতীয়াংশ।

২৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭৯৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ৩৫ শতক জমি আঃ ৭০, খং ৭০১ অধীনস্থ খং ৭০২ হইতে ৭২৮ ৬৫ শতক বসত জমা খাজনা আদায় হয় এক-তৃতীয়াংশ গোবিন্দবাজার

২৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৭/৩ থানা ঐ মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ৩ শতকের কাত ষোল আনায় ৩, আঃ ২০, খং ৪১০ তদুপরিস্থিত পোক্তা বাটী দেন্দারের এক-তৃতীয়াংশ।

২৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৫৷৶০ মৌজাদি ঐ ৩ শতকের কাত ষোল আনায় ৩, আঃ ২০, খং ৪১০ তদুপরিস্থিত পোক্তা বাটী দেন্দারের এক-তৃতীয়াংশ।

২২ খাং ডিঃ ঐ দেং শ্যামাচরণ নাথ দিং দাবি ৮১৷/৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ ৩৫ শতক জমি আঃ ৭০, খং ৭০১ অধীনস্থ খং ৭০২ হইতে ৭২৮ জমির পরিমাণ ৬৫ শতক বসত প্রজা খাজনা আদায় হয় গোবিন্দবাজার এক-তৃতীয়াংশ।

৩৬ মনি ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দেং মদনমোহন রায় দিং দাবি ৬৮॥/৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ১-২০ শতক মধ্যে ৮০ শতকের হারাহারি কাত ১॥৵১০ পাই আঃ ৭৫, খং ৮৫

৭ অন্য ডিঃ রমাপতি রবিদাস দেং ভক্তিভূষণ রবিদাস দাবি ২১৪৷৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাড়ালা ১৪ শতকের কাত ॥/০ আঃ ২০, খং ২২০ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১০ শতকের কাত ॥০ আঃ ২৫, খং ২২৭

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত নিলামের দিন ১৬ই আগষ্ট ১৯৫৫

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

১৫৯ খাং ডিঃ নেহালিয়া ট্রাষ্ট ষ্টেটের ট্রাষ্টিগণ রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দিং দেং পার্ব্বতী কিঙ্কর রায় দিং দাবি ৩২৮৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে নওপাড়া ২-০১ শতকের সেস ৵৭ আঃ ৫, খং নওপাড়া ১৩ অধীনস্থ ৩৩৯ তসপাড়া ১০৬